প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার

২৩ জানুয়ারি ২০২০
৯ মাঘ ১৪২৬, ২৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১
৮ পৃষ্ঠার প্র আনন্দসহ মোট ২৪ পৃষ্ঠা, ৮১০

শীত ও কুয়াশায় গমের ভালো ফলনের আশা

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ

এবার টানা শীতে বোরোর বীজতলা কোল্ড ইনজুরিতে এবং আলু লেট ব্লাইট রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তবে এই আবহাওয়া গমের জন্য ভালো।

প্রতিনিধি, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

উত্তরাঞ্চলে টানা শীত ও কুয়াশা বোরো ধানের বীজতলাসহ রবি ফসলের জন্য ক্ষতির কারণ হলেও গম চাষের জন্য উপকারী বলে মনে করছেন কৃষক ও কৃষি কর্মকর্তারা। এ কারণে এবার ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলায় গমের ভালো ফলনের আশা করছেন তাঁরা।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এস এম সারোয়ার হোসেন বলেন, এবারের অনুকূল আবহাওয়ার কারণে গমের খেতের অবস্থা খুব ভালো হয়েছে। শীত দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় গমের গাছও তরতাজা হয়েছে। পীরগঞ্জে এবার গমের বাম্পার ফলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গত ডিসেম্বর ও চলতি জানুয়ারিজুড়ে ঠাকুরগাঁওসহ উত্তরাঞ্চলে টানা শীত পড়ছে। এতে বোরোর বীজতলা কোল্ড ইনজুরিতে এবং আলু লেট ব্লাইট রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অন্যান্য রবি ফসলও বিভিন্ন রোগে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে এই আবহাওয়া গমের জন্য সুখবর বয়ে আনতে পারে বলে কৃষক ও কর্মকর্তারা মনে করছেন।

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, স্বাভাবিক আবহাওয়ায় একরপ্রতি গমের ফলন ২৬ থেকে ৩০ মণ হয়। কিন্তু শীত ও কুয়াশার কারণে আবহাওয়া অনুকূল হওয়ায় এবার একরপ্রতি গমের ফলন ৩৫ মণ ছাড়িয়ে যেতে পারে। গত নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত গমের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। ১০০ থেকে ১১৫ দিনের মাথায় অর্থাৎ আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে গম কাটা যাবে।

চক বাসুদেবপুর গ্রামের মকলেসুর রহমান বলেন, 'এবার শীতে জীবনটা বের হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগিও কোঁকড়া হয়ে গেছে। কিন্তু খেতের গমের তাজা অবস্থা দেখে মনটা ভরে যাচ্ছে। এবার বেশি শীত-কুয়াশা পেয়ে গমের গাছগুলো তাজা হয়ে উঠছে। ফলনও ভালো হবে আশা করি।'

মসলন্দপুর গ্রামের শিবচরণ রায় বলেন, 'আমি ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে দুই বিঘা জমিতে গম বুনেছি। ডিসেম্বর-জানুয়ারির শীত পেয়ে গমের গাছ সতেজ, বড় ও দেখার মতো হয়েছে। এবার ফলন ভালো হওয়ার আশা করছি।' একই ধরনের আশাবাদী মন্তব্য করেন গোরস্থান পাড়ার মো. রফিকুল ইসলাম, মিত্রবাটী গ্রামের বাদশা মেহের এলাই, আলমপুর গ্রামের কুদ্দুস আলীসহ আরও পাঁচ কৃষক।

গম চাষ

- নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত গমের বীজ বপনের সময়
- ১০০ থেকে ১১৫ দিনের মাথায় অর্থাৎ মার্চের প্রথম সপ্তাহে গম কাটা যাবে
- স্বাভাবিক আবহাওয়ায় একরপ্রতি গমের ফলন ২৬ থেকে ৩০ মণ হয়
- এবার একরপ্রতি গমের ফলন ৩৫ মণ ছাড়িয়ে যেতে পারে

উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এবার পীরগঞ্জে ১১ হাজার হেক্টর জমিতে গমের আবাদ হয়েছে। গত মৌসুমের তুলনায় এই শস্যের আবাদ ১ হাজার ৩০০ হেক্টর কম হয়েছে। গতবার এখানে ১২ হাজার ৩০০ হেক্টরে গমের আবাদ হয়েছিল।

জানতে চাইলে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আফতাব হোসেন বলেন, বেশি শীত-কুয়াশায় গমের তাজা ফুল বের হয়। গাছের বাড় বেশি হয়। গমের দানাও পুষ্ট হয়। গম শীত সহনশীল ফসল হওয়ায় ঠান্ডায় এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এ কারণে গমের গাছে রোগবালাই কম হয়। গমের জন্য যে তাপমাত্রা দরকার, এবার শীত ও কুয়াশার কারণে তা-ই পেয়েছে। এ কারণে গমের ফলন ভালো হবে।